Biblical Rosary

প্রেরিতগনের শ্রদ্ধামন্ত্র **প্রভুর প্রার্থনা** **প্রণাম মারীয়া (৩বার)** **ত্রিত্বের জয়**

● আনন্দময় পঞ্চ নিগুরত্বত্ত:

প্রথম : দূত–সংবাদ

(প্রভুর প্রার্থনা)(প্রতিটি নিগুরত্বত্তের শুরুতে)

১. এলিজাবেথের গর্ভধারনের ষষ্ঠ মাসে পরমেশ্বর স্বর্গদূত গাব্রিয়েলকে গালিলেয়ার প্রদেশের নাজারেথ শহরে পাঠিয়ে দিলেন একটি কুমারীর কাছে। সেই কুমারী যোষেফ নামে পরিচিত দায়ূদ বংশীয় একজনের বাগদত্তা বধূ ছিলেন। কুমারীটির নাম ছিল মারীয়া। (প্রণাম মারীয়া)

২. স্বর্গদূত তাঁর কাছে এসে বললেন : "প্রণাম তোমায় ! পরম আশিসধন্যা তুমি ! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন।" (প্রণাম মারীয়া)

৩. এই কথায় মারীয়া গভীরভাবে বিচলিত হলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এই অভীবাদনের অর্থ কী ? (প্রণাম মারীয়া)

৪. স্বর্গদূত তখন তাঁকে বললেন : "ভয় পেয়ো না মারীয়া ! তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ। (প্রণাম মারীয়া)

৫. শোন , গর্ভধারন করে তুমি এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে। তাঁর নাম রাখবে যীশু। (প্রণাম মারীয়া)

৬. তিনি মহান হয়ে উঠবেন , পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। প্রভু পরমেশ্বর তাঁকে দান করবেন তাঁর পিতৃপুরুষ দাউদের সিংহাসন । যাকোব বংশের উপর তিনি চিরকাল রাজত্ব করবেন ; অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব।" (প্রণাম মারীয়া)

৭. মারীয়াতখন দূতকে বললেন : "তা কী ক'রে হবে ? আমি যে কুমারী !" (প্রণাম মারীয়া)

৮. উত্তরে দূতটি বললেন : "পবিত্র আত্মা এসে তোমার উপর অধিষ্ঠান করবেন , পরাৎপরের শক্তিতে আছাদিত হবে তুমি । (প্রণাম মারীয়া)

৯. তাই এই যাঁর জন্ম হবে , সেই পবিত্রজন ঈশ্বরের পুত্র বলেই পরিচিত হবেন ।" (প্রণাম মারীয়া)

১০. মারীয়া তখন বললেন : "আমি প্রভুর দাসী। আপনি যা বলেছেন আমার প্রতি তাই হোক।" (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)(প্রতিটি নিগুরত্বত্তের শেষে)

দ্বিতীয় : সাধ্বী এলিজাবেথের সহিত কুমারী মারীয়ার সাক্ষাৎ

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. মারীয়া এবার বাড়ি ছেড়ে পার্বত্য অঞ্চলে যুদা প্রদেশের একটি শহরের দিকে তাড়াতাড়ি হেঁটে চললেন। সেখানে জাখারিয়ের বাড়িতে ঢুকে তিনি এলিজাবেথকে প্রীতি-সম্ভাষন জানালেন। (প্রণাম মারীয়া)

২. এলিজাবেথ যে-ই মারীয়ার সেই প্রীতি-সম্ভাষণ শুনতে পেলেন , তাঁর গর্ভের শিশুটি তখনই নড়ে উঠলো এবং এলিজাবেথেও হঠাৎ পবিত্র আত্মার প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন। (প্রণাম মারীয়া)

৩. তিনি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন : "আহা, সকল নারীর মধ্যে ধন্য তুমি, ধন্য তোমার গর্ভফল। (প্রণাম মারীয়া)

৪. আহা , ধন্য সেই নারী, যে বিশ্বাস করেছে যে, প্রভুর নামে তাকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য হয়ে উঠবে। (প্রণাম মারীয়া)

৫. তখন মারীয়া বলে উঠলেন : "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান ; আমার পরিত্রাতা ঈশ্বরের কথা ভেবে প্রাণ আমার উল্লসিত ! তাঁর এই দীন-হীনা দাসীর দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন তিনি । (প্রণাম মারীয়া)

৬. আজ থেকে যুগে-যুগে সকলেই ধন্যা ধন্যা বলবে আমায়। আহা, আমার জন্য সর্বশক্তিমান কত মহান কাজই না করেছেন। (প্রণাম মারীয়া)

৭. পূণ্য, আহা, পূণ্য তাঁর নাম । যুগে-যুগে তাদেরই তো দয়া করেন তিনি যারা তাঁকে সম্ভ্রম করে । (প্রণাম মারীয়া)

৮. তিনি তো আপন হাতে বিপুল শক্তির কীর্তি সাধন করেছেন ; গর্বিত-হৃদয় যারা, তাদের তিনি চারিদিকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। (প্রণাম মারীয়া)

৯. যত নৃপতিকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে এনেছেন আর দীন মানুষকে তিনি বসিয়েছেন উচ্চ আসনে। (প্রণাম মারীয়া)

১০. ক্ষুধার্তকে পরম দানে পরিতৃপ্ত করেছেন তিনি ; ধনশালীকে ফিরিয়ে দিয়েছেন শূন্য হাতে।" (প্রণাম মারীয়া)
(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

তৃতীয় : বেথলেহেমের গোশালায় যীশুর জন্ম

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. বেথলেহেমে থাকতেই তাঁর প্রসব বেদনা উপস্থিত হলো। (প্রণাম মারীয়া)

২. তিনি প্রসব করলেন একটি পুত্রকে - তাঁর প্রথমজাত সন্তানটিকে। (প্রণাম মারীয়া)

৩. শিশুটিকে তিনি কাপড়ে জড়িয়ে একটি জাবপাত্রে শুইয়ে রাখলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৪. সে অঞ্চলে একদল রাখাল, যারা মাঠে থেকে সারা রাত জেগে তাদের পালের পশুগুলিকে পাহাড়া দিত। সেদিন হঠাৎ প্রভুর এক দূত তাদের সামনে আর্বিভূত হলেন। প্রভুর মহিমা তখন তাদের ঘিরে উজ্বল দীপ্তি ছড়াতে লাগল। এক আশ্চর্য ভীতিতে ভরে উঠল তাদের অন্তর। (প্রণাম মারীয়া)
৫. স্বর্গদূত তাদের বললেন "ভয় পেয়ো না ! আমি এক মহা আনন্দের সংবাদ তোমাদের জানাতে এসেছি ; এ আনন্দ জাতির সকল মানুষের জন্যই সঞ্চিত আছে। (প্রণাম মারীয়া)
৬. আজ দাউদের নগরিতে তোমাদের ত্রানকর্তা জন্মেছেন - তিনি সেই খ্রীষ্ট, স্বয়ং প্রভু। (প্রণাম মারীয়া)
৭. জয় উর্ধ্বলোকে পরমেশ্বরের জয়। ইহোলোকে নামুক শান্তি তাঁর অনুগৃহীত মানবের অন্তরে। (প্রণাম মারীয়া)
৮. প্রাচ্যদেশ থেকে কয়েক জন জ্যোর্তিবিদ পন্ডিত তখন সেই তারা দেখে এসে বাড়িটিতে ঢুকলেন তাঁরা এবং শিশুটি তাঁর মা মারীয়ার কোলে দেখতে পেলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৯. তাঁরা ভূমিষ্ঠ হয়ে তাঁকে প্রণাম করল এবং নিজদের রত্নপেটিকা খুলে তাঁকে উপহার দিল সোনা, ধূনো ও গন্ধনির্যাস। (প্রণাম মারীয়া)
১০. মারীয়া এই সমস্ত কথা তাঁর অন্তরে গেঁথে রেখে তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

চতুর্থ : বালক যীশুকে মন্দিরে উপস্থাপন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. মোশীর বিধান অনুসারে তাঁদের পালনীয় শুদ্ধিক্রিয়ার দিনটি এলে যোষেফ ও মারীয়া শিশুটিকে জেরুশালেমের নিয়ে গেল তাকে প্রভুর কাছে উৎসর্গ করবেন বলে। (প্রণাম মারীয়া)
২. জেরুসালেমে তখন সিমেয়োন নামে একজন ছিল । তিনি ছিলেন - ধর্মনিষ্ঠ, ভক্তিপ্রাণ এক মানুষ। কবে ইস্রায়েল জাতির দুঃখ মোচন করা হবে , তারই প্রতীক্ষায় ছিলেন তিনি । পবিত্র আত্মা তাঁরওপর নিত্য অধিষ্ঠিত ছিলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৩. পবিত্র আত্মা অলৌকিক ভাবে এই কথা জানিয়েছিলেন যে প্রভুর প্রতিশ্রুত খ্রীষ্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না। (প্রণাম মারীয়া)
৪. পবিত্র আত্মার প্রেরনায় তিনি তখন মন্দিরে এলেন । যীশুর পিতামাতা শিশুটিকে নিয়ে যখন বিধান - নির্দিষ্ট ধর্মক্রিয়া সম্পাদন করতে এলেন তখন সিমিয়োন যীশুকে কোলে তুলে নিলেন এবং ঈশ্বরের প্রসংশা করতে লাগলেন । (প্রণাম মারীয়া)
৫. তিনি বললেন "হে প্রভু, তোমার কথা মতো তোমার এই দাসকে এবার শান্তিতে যেতে দাও। (প্রণাম মারীয়া)
৬. কেন না সকল জাতির সামনে তুমি যে ত্রানশক্তি তুলে ধঁরেছ, আমি এই তো নিজের চোখে তা দেখেছি। (প্রণাম মারীয়া)
৭. এ তো বিজাতীয়দের অন্তর উদ্ভাসিত করা এক আলো ; এ তো তোমার আপন জাতি ইস্রায়েলের মহা গৌরব।" (প্রণাম মারীয়া)
৮. সিমেয়োন তাঁদের আশীর্বাদ করলেন , তারপর শিশুটির জননীর মারীয়াকে তিনি বললেন : "এই যে শিশু এ একদিন হবে ইস্রায়েল জাতির মধ্যে অনেকেরই পতনের কারন, আবার অনেকেরই উত্থানের কারন।এ হয়ে উঠবে এক অস্বীকৃত ঐশ নির্দশন যাঁর ফলে অনেকেরই গোপন চিন্তা প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (প্রণাম মারীয়া)
৯. আর তোমার নিজের প্রাণও একদিন যেন এক খড়্গের আঘাতে বির্দীন হবে। (প্রণাম মারীয়া)
১০. প্রভুর বিধানে নির্দিষ্ট সমস্ত ক্রিয়াকর্ম সমাধা ক'রে যোষফ ও মারীয়া ফিরে গেলেন গালিলেয়ায়, তাঁদের আপন শহর নাজারেথে। আর শিশুটি বড় হতে লাগলো ; তাঁর দেহে এলো শক্তি, অন্তরে এলো জ্ঞানের পূর্ণতা। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তার ওপর নিত্য অধিষ্ঠিত ছিল।

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

পঞ্চম : বালক যীশুকে মন্দিরে পাওয়া।

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. প্রতি বছর যীশুর পিতামাতা জেরুশালেমে যেতেন নিস্তার পর্বে যোগ দিতে । যীশুর বয়স যখন বারো বছর হলো ; প্রতিবারের মতো এবারও তাঁরা পর্বীয় প্রথা অনুসারে সেখানে গেলেন। (প্রণাম মারীয়া)
২. উৎসবকালের শেষে তাঁরা যখন বাড়ির দিকে রওনা হলেন , তখন বালক যীশু জেরুশালেমেই রয়ে গেলেন ; কিন্তু তাঁর পিতামাতা তা জানতে পারলেন না । (প্রণাম মারীয়া)
৩. তাঁকে কোথাও না পেয়ে তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে জেরুশালেমে ফিরে গেলেন । (প্রণাম মারীয়া)

৪. শাস্ত্রগুরুদের মধ্যে বসে তিনি তাঁদের কথা শুনছিলেন ও তাঁদের নানা প্রশ্নও করছিলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৫. তাঁর কথা শুনে সকলেই তাঁর তিক্ষ্ণ বুদ্ধিতে ও তাঁর সুন্দর উত্তরগুলিতে স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছিলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৬. তাঁর মা তাঁকে বলে উঠলেন : "খোকা আমাদের সঙ্গে এ তোমার কেমন ব্যবহার ? ভেবে দেখ তো , তোমার বাবা আর আমি কত উদ্বিগ্ন হয়েই না তোমায় খুঁজেছিলাম ?" (প্রণাম মারীয়া)
৭. তিনি তাঁদের বললেন "কেন খুঁজছিলে আমাকে ? তোমরা কি জানতে না যে, আমি নিশ্চই আমার পিতার গৃহে থাকবো ?" (প্রণাম মারীয়া)
৮. তাঁরা কিন্তু তাঁর এই কথার অর্থ বুঝতেই পারলেন না। (প্রণাম মারীয়া)
৯. তারপর তাঁরা নাজারেথে ফিরে গেলেন। সেখানে তিনি সব সময় তাঁদের বাধ্য হয়েই থাকতেন । (প্রণাম মারীয়া)
১০. এদিকে জ্ঞানে ও বয়সে যীশু বেড়ে উঠতে লাগলেন ; আরও পেতে লাগলেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও মানুষের ভালবাসা। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

শোকময় পঞ্চ নিগুরতত্ত্ব :

প্রথম: গেৎসিমানী বাগানে যীশুর মর্মবেদনা

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. তাদের সঙ্গে যীশু এবার গেৎসীমানি বলে জায়গাটিতে এসে পৌছলেন। তিনি শিষ্যদের বললেন "তোমরা এখানে বোসো ! ততক্ষন আমি ওখানে গিয়ে প্রার্থনা করি। সঙ্গে তিনি পিতর ও জেবেদের সেই ছেলে দুটিকে নিয়ে গেলেন। এসময়ে তিনি দুঃখে উদ্বেগে কেমন অভিভূত হয়ে পড়লেন। (প্রণাম মারীয়া)
২. তিনি তাদের বললেন : "দুঃখে আমি যেন মরতে বসেছি ! তোমরা এখানে বরং অপেক্ষা করো ; আমার সঙ্গে জেগেই থাকা।(প্রণাম মারীয়া)

৩. তারপর নিজে তাঁদের কাছ থেকে আরও একটু দূরে সরে গেলেন আর সেখানে নতজানু হয়ে তিনি প্রার্থনা করতে লাগলেন।(প্রণাম মারীয়া)
৪. তিনি এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলেন "হে পিতা, তুমি যদি চাও, তাহলে এই পানপাত্রটি আমার সামনে থেকে সরিয়েই নিয়ে যাও ! তবে আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক। (প্রণাম মারীয়া)
৫. সে সময়ে স্বর্গ থেকে এক দেবদূত এসে তাঁর সামনে আর্বিভূত হলেন, তাঁর অন্তরে শক্তি দিতে লাগলেন।(প্রণাম মারীয়া)
৬. যীশুর মর্মযন্ত্রণা তখন চরমে উঠেছে। সে সময়ে তিনি আরও একান্তভাবে প্রার্থনা করতে লাগল।(প্রণাম মারীয়া)
৭. তাঁর ঘাম বড় বড় রক্তের ফোঁটা হয়ে ঝড়ে পড়তে লাগল।(প্রণাম মারীয়া)
৮. শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে তিনি দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন । পিতরেকে তিনি বললেন "সে কি ! আমার সঙ্গে এক ঘন্টাও জেগে থাকতে পাড়লে না ? (প্রণাম মারীয়া)
৯. তিনি শিষ্যদের বললেন "জেগে থাক আর প্রার্থনা করো যেন প্রলোভনে না পড়।(প্রণাম মারীয়া)
১০. তিনি আরও বললেন "মনে উৎসাহ আছে বটে, কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ যে বড় দুর্বল।"(প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

দিত্বীয় : যীশুর গাত্রে কশাঘাত

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. সকাল হতে না হতেই প্রধান যাজকেরা প্রবীণদের ও শাস্ত্রীদের সঙ্গে সমগ্র মহাসভার অধিবেশনে মিলিত হয়ে, এর পর কী করা হবে তা স্থির করে ফেললেন। তারপর তারা যীশুকে বেঁধে নিয়ে গিয়ে পিলাতের হাতে তুলে দিল। পিলাত তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন "তুমি কি ইহুদীদের রাজা ?" (প্রণাম মারীয়া)
২. যীশু উত্তর দিলেন "আমার রাজ্য তো এই জগতের নয়। আমার রাজ্য যদি এই জগতের হতো তাহলে ইহুদী নেতাদের হাতে যাতে আমাকে তুলে দেওয়া না হয় তার জন্য আমার লোকজনেরা নিশ্চই লড়াই করতো। কিন্তু না, আমার রাজ্য এখানকার রাজ্য নয়।(প্রণাম মারীয়া)
৩. তখন পিলাত তাঁকে বললেন : "তাহলে তুমি রাজা ?" যীশু উত্তর দিলেন : "আপনি নিজেই তো বলছেন , আমি রাজা ; সত্যের স্বপক্ষে যেন সাক্ষী দিতে পারিএর জন্যই আমি জন্মেছি, এর জন্যই এই জগতে এসেছি। সত্যের মানুষ যাঁরা তাঁর প্রত্যেকেই আমার কথা শোনে।(প্রণাম মারীয়া)
৪. পিলাত তাকে জিজ্ঞেস করলেন "সত্যে ! সত্যে আবার কি ?" এরপর তিনি আবার ইহুদীদের কাছে বেড়িয়ে এসে বললেন "আমি তো ওর দন্ডনীয় কোন আপরাধ খুঁজে পাচ্ছি না।(প্রণাম মারীয়া)
৫. পিলাত বললো "তাই আমি এখন একে চাবুক মারার পর ছেড়েই দেবো। তখন পিলাত যীশুকে নিয়ে গিয়ে কষাঘাত করালেন।(প্রণাম মারীয়া)
৬. তিনি ছিলেন উপেক্ষিত, সকলের পরিত্যক্ত, এক শোকার্ত মানুষ। দুঃখের সঙ্গে যাঁর দীর্ঘ পরিচয় যাদের দেখে লোকে মুখ ফিরিয়ে নেয়; তিনি তাদের মতো উপেক্ষিত ছিলেন ; তাই আমরাও তাকে গ্রায্যই করিনি । (প্রণাম মারীয়া)
৭. নিপীড়িত হয়ে তিনি মাথা পেতে সবই মেনে নিলেন ; মুখ খুললেন না তিনি ! বধ্য-ভূমির দিকে নিয়ে আসা মেষশাবকের মতো, লোম-ছেদকের সামনে নীরব মেষের মতো মুখ খুললেন না তিনি। (প্রণাম মারীয়া)
৮. আসলে তিনি কিন্তু আমাদের অন্যায়-অধর্মের জন্যই বিদ্ধ হয়েছেন ; আমাদের অপরাধের জন্যই দলিত হয়েছেন। (প্রণাম মারীয়া)
৯. তিনি আমাদেরই দুঃখের বোঝা বহন করেছেন, আমাদেরই শোকের ভার নিঝে বয়েছেন। আর আমরা ! আমরা কিনা মনে করেছিলাম এ তাঁর শাস্তি, ঈশ্বরের আঘাত ! হেয় করা হয়েছে তাঁকে। (প্রণাম মারীয়া)তাঁর উপর চেপে বসেছে সেই শাস্তির বোঝা, যা আমাদের শান্তি এনে দেয়। তেমনি আমরা তো তাঁর ক্ষতগুলির গুণেই সুস্থ হয়ে উঠি। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

তৃতীয় : যীশুর কন্টক-মুকুট ধারন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. সৈন্যরা যীশুকে নিয়ে গেল প্রাঙ্গনের ভেতরে - অর্থাৎ শাসক ভবনেরই ভেতরে। তারা সমস্ত সেনা দলকে সেখানে ডেকে জড় করল। তারপর তারা বেগুণী রঙ্গের একটি পোশাক তাকে পড়িয়ে দিল এবং কাঁটার একটি মুকুট গেঁথে নিয়ে তাঁর মাথায় চাপিয়ে দিল। (প্রণাম মারীয়া)
২. কাঁটার একটি মুকুট গেঁথে নিয়ে তাঁর মাথায় চাপিয়ে দিল তারা। তাঁর ডান হাতে দিল একটি নল ডাঁটা।(প্রণাম মারীয়া)
৩. তারপর তারা তাঁর সামনে হাঁটু গেঢ়ে উপহাস করে বলতে লাগল- "প্রণাম , ইহুদীরাজ" ।(প্রণাম মারীয়া)

৪. তাদের এই বিদ্রুপের পালা শেষ হলে তারা সেই শালটি খুলে নিল।(প্রণাম মারীয়া)
৫. পিলাত এবার জল আনিয়ে জনতার সামনে হাত ধুয়ে নিলেন আর বললেন "এই লোকটির রক্তপাতের ব্যাপারে আমার কিন্তু কোন দায়িত্ব রইল না। এ তোমাদেরই ব্যাপার।"(প্রণাম মারীয়া)
৬. সেই কাঁটার মুকুট আর বেগুনী রঙ্গের পোশাকটা পরে যীশু তখন বেরিয়ে এলেন।(প্রণাম মারীয়া)
৭. পিলাত তাদের বললেন "এই যে তোমাদের রাজা" তারা চিৎকার করে উঠল : "ওকে শেষ করে ফেল, ওকে ক্রুশেই দাও !(প্রণাম মারীয়া)
৮. পিলাত তাদের বললেন "কেন, সে কী অন্যায় করেছে ? কিন্তু তারা আরও জোরে চিৎকার করে উঠল "তাকে ক্রুশে দাও(প্রণাম মারীয়া)
৯. পিলাত তাদের বললেন " আমি কি তোমাদের রাজাকে ক্রুশে দেব? প্রধান যাজকেরা উত্তরে দিলেন : "সীজার ছাড়া আমাদের আর কোন রাজা নেই !"(প্রণাম মারীয়া)
১০. তাই পিলাত জনতাকে খুশী করার জন্য তাদের কথা রেখে বারাব্বাসকে মুক্ত করে দিলেন। তারা যীশুকে ক্রুশে দেবার জন্য সৈন্যদের হাতে তুলে দিলেন।(প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

চতুর্থ : যীশুর ক্রুশ বহন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. কেউ যদি আমার অনুগামী হতে চায়, তবে সে আত্মত্যাগ করুক।(প্রণাম মারীয়া)
২. প্রতিদিন নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরন করুক ।(প্রণাম মারীয়া)
৩. নিজের ক্রুশ নিজে বহন করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন গলগথা নামের জায়গাটির দিকে ।(প্রণাম মারীয়া)
৪. তারা যখন যীশুকে নিয়ে যাচ্ছিল, সে সময় তারা আটক করল সাইরিনির একজন লোককে , যার নাম সিমোন। তারা তার কাঁধে তার ক্রুশটা চাপিয়ে দিল যাতে সে যীশুর পিছনে পিছনে তা বয়ে নিয়ে যায়।(প্রণাম মারীয়া)
৫. তোমার কাঁধে তুলে নাও আমার জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা।(প্রণাম মারীয়া)
৬. কারণ - আমি যে কোমল ; বিনম্র-হৃদয় আমি।(প্রণাম মারীয়া)
৭. দেখো, পাবে তোমরা প্রাণের আরাম , কেননা জোয়াল আমার সুবহ, বোঝা-ও আমার লঘুভার।(প্রণাম মারীয়া)
৮. সেই সময় বহু লোক ভিড় করে যীশুর পিছন পিছন চলতে লাগল। তাদের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোকও ছিল। তারা তখন মনের দুঃখে বুক চাপড়াচ্ছিল, যীশুর জন্য হায় হায় করছিল।(প্রণাম মারীয়া)
৯. যীশু তাদের বললেন "শোন, জেরুশালেমের মেয়েরা, আমার কথা ভেবে চোখের জল ফেলো না ; বরং, নিজেদের কথা ভেবে ; নিজেদের সন্তানদের কথা ভেবেই চোখের জল ফেল।(প্রণাম মারীয়া)
১০. কেন না সবুজ সজীব গাছেরই যদি অমন দশা হয় তাহলে শুকিয়ে যাওয়া গাছের কী দশাই না হবে। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

পঞ্চম : যীশুর ক্রুশারোপন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. খুলিতলা নামে পরিচিত জায়গাটিতে এসে তারা যীশুকে ক্রুশে দিল।আর তাঁর সঙ্গে দুজন অপকর্মাকেও , একজনকে এপাশে অন্যজনকে ওপাশে। (প্রণাম মারীয়া)
২. সেই সময়ে যীশু বলে উঠলেন : "পিতা ; ওদের ক্ষমা কর ! ওরা যে কী করলো ওরা তা জানে না !" (প্রণাম মারীয়া)
৩. ঐ একজন তখন যীশুকে বলল "যীশু, আপনি যখন একদিন রাজত্ব করতে আসবেন , তখন আমার কথা একটু মনে রাখবেন ।" (প্রণাম মারীয়া)
৪. উত্তরে যীশু বললেন " আমি তোমাকে সত্যেই বলছি , আজই তুমি আমার সঙ্গে সেই অমৃতলোকে স্থান পাবে।" (প্রণাম মারীয়া)
৫. যীশু দেখলেন তাঁর এবং সেই শিষ্যটিকে যাকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন ক্রুশের কাছেই দাড়িয়ে আছেন। (প্রণাম মারীয়া)
৬. যীশু মাকে বললেন "মা, ওই দেখ তোমার ছেলে !" তারপর শিষ্যটিকে বললেন "ওই দেখ তোমার মা !" (প্রণাম মারীয়া)
৭. সেই সময় থেকে শিষ্যটি তাঁকে নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৮. সে সময়ে হঠাৎ সূর্য মিলিয়ে গেল , সারা দেশ অন্ধকারে ছেয়ে গেল। মন্দিরের সেই পর্দাটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত ছিড়ে দুইভাগ হয়ে গেল। একটা ভূমিকম্প হল, পাহাড়ের পাথরগুলো সব ফেঁটে গেলো। (প্রণাম মারীয়া)
৯. যীশু জোরে একবার চিৎকার করে বলে উঠলেন "পিতা , তোমারই হাতে আমার প্রাঁণ সঁপে দিলাম। (প্রণাম মারীয়া)
১০. তারপর তিনি মাথা নত করে প্রাণত্যগ করলেন । (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

গৌরবময় পঞ্চ নিগূরতত্ত্ব :

প্রথম : যীশুর গৌরবময় পুনুরুত্থান

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. আমি তোমাদের সত্যি সত্যিই বলছি, তোমরা তখন কাঁদবে, হাহাকার করবে।... সংসার কিন্তু আনন্দ করবে। হ্যাঁ, তোমাদের দুঃখই হবে, কিন্তু তোমাদের সে দুঃখ পরিনত হবে আনন্দে। (প্রণাম মারীয়া)

২. এখন তো তোমরা মনে-মনে কষ্টই পাচ্ছ। কিন্তু আবার তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে ; আর তখন তোমাদের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠবে আর তোমাদের সেই আনন্দ কেউই কেড়ে নিতে পারবে না কখনো। (প্রণাম মারীয়া)

৩. রবিবার খুব ভোরেই তাঁরা যীশুর সমাধিস্থানে এলেন। তাঁরা সঙ্গে করে বয়ে আনলেন সে সব সুগন্ধীদ্রব্য, যা তাঁরা আগেই তৈরী করে রেখেছিলেন। (প্রণাম মারীয়া)

৪. প্রভুর এক দূত স্বর্গ থেকে নেমে এসে সমাধীগুহার পাথরখানা একপাশে সরিয়ে দিলেন ; তারপর নিঝেই সেই পাথরের ওপরে গিয়ে বসলেন। (প্রণাম মারীয়া)

৫. তোমরা কিন্তু ভয় পেয়ো না ; আমি জানি, তোমরা যীশুকে খুঁজছো ; যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তিনি কিন্তু এখানে নেই। (প্রণাম মারীয়া)

৬. তিনি তো পুনুরুত্থিত হয়েছেন, এসো, তিনি যেখানে ছিলেন সেই জায়ঘাটি দেখে যাও। (প্রণাম মারীয়া)

৭. তিনি তোমাদের আগেই গালেলিয়ায় যাচ্ছেন - তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে। (প্রণাম মারীয়া)

৮. তাঁরা সমাধিগুহা থেকে বেড়িয়ে এলেন। ভয়-মেশানো এক গভীর আনন্দ নিয়ে তারা শিষ্যদের কাছে এ সংবাদ জানাতে গেল। (প্রণাম মারীয়া)

৯. যীশু বলেন "আমিই পুনুরুত্থান, আমিই জীবন ; কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে। (প্রণাম মারীয়া)

১০. আর জীবিত যে-কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে তাঁর মৃত্যু হতেই পারে না ; কোনো কালেই না। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

দ্বিতীয় : যীশুর স্বর্গরোহন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. পরে তিনি তাঁদের নিয়ে গেলেন বেথানিয়া কাছাকাছি একটি জায়গা পর্যন্ত ; সেখানে গিয়ে দু'হাত তুলে তিনি তাঁদের আর্শীবাদ করলেন। (প্রণাম মারীয়া)
২. যীশু তখন তাদের কাছে এসে বললেন " স্বর্গে ও পৃথিবীতে পূর্ণ অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে। (প্রণাম মারীয়া)
৩. তোমরা গিয়ে সকল জাতি মানুষদের আমার শিষ্য কর। (প্রণাম মারীয়া)
৪. পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। (প্রণাম মারীয়া)
৫. তোমাদের যা-কিছু আদেশ দিয়েছি তাদের তা পালন করতে শিখাও। (প্রণাম মারীয়া)
৬. যে বিশ্বাস করবে আর দীক্ষাস্নাত হবে সে পরিত্রান পাবে। (প্রণাম মারীয়া)
৭. যে বিশ্বাস করবে না , সে কিন্তু শাস্তিই পাবে। (প্রণাম মারীয়া)
৮. আর জেনে রাখ - জগতের সেই অন্তিমকাল পর্যন্ত আমি সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে আছি।" (প্রণাম মারীয়া)
৯. এই কথা বলার পর তিনি তাঁদের চোখের সামনে উর্দ্ধে উন্নীত হলেন এবং একটি মেঘ এসে তাঁকে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে নিয়ে গেল। (প্রণাম মারীয়া)
১০. এরপর প্রভু যীশু স্বর্গে উন্নীত হলেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের ডান পাশেই আসন নিলেন। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

তৃতীয় : প্রেরিতশিষ্যগনের উপর পবিত্রআত্মার অবরোহন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. পঞ্চাশত্তমী - পর্বের দিন এসে গেল। শিষ্যরা সকলে এক জায়গায় সমবেত রয়েছেন। (প্রণাম মারীয়া)
২. এমন সময় হঠাৎ আকাশ থেকে শেনা গেল প্রচন্ড বাতাস বয়ে যাওয়ার মত একটা শব্দ। যে-বাড়ীতে তাঁরা বসে ছিলেন, সে বাড়িটি শব্দে ভরে উঠলো। (প্রণাম মারীয়া)
৩. তাঁরা দেখতে পেলেন ; অগ্নিজীহ্বার মতো দেখতে কী যেন ছড়িয়ে পড়ে তাঁদের প্রত্যেকের উপর নেমে এসে অধিষ্ঠিত হল। (প্রণাম মারীয়া)
৪. তাঁদের সকলের অন্তর জুড়ে তখন বিরাজিত হলেন স্বয়ং পবিত্র আত্মা এবং ঈশ্বরের মহান কর্মকীর্তি ঘোষণা করতে লাগল । (প্রণাম মারীয়া)
৫. আকাশ তলের প্রতিটি দেশের বহু ভক্ত ইহুদী তখন তো জেরুশালেমে বাস করতো। (প্রণাম মারীয়া)
৬. পিতর তখন এগারোজন প্রেরিতদূতদের সঙ্গে সেখানে দাড়িয়ে সকলকে শুনিয়ে বলে উঠলেন। (প্রণাম মারীয়া)
৭. তিনি বললেন তোমরা এখন মন ফেরাও এবং পাপের ক্ষমা পাবার জন্যে তোমরা প্রত্যেকেই যীশুখ্রীষ্টের নামে দীক্ষাস্নাত হও । তাহলেই তোমরা পাবে সেই ঐশদান , স্বয়ং সেই পবিত্রআত্মাকে। (প্রণাম মারীয়া)
৮. যারা তাঁর বাণী শুনে সাড়া দিল, তাদের দীক্ষাস্নাত করা হল। সেই দিন তিন হাজারের মত লোক শিষ্যদের দলে যুক্ত হল। (প্রণাম মারীয়া)
৯. হে প্রভু তোমার পবিত্র আত্মাকে প্রেরন কর আমাদের মধ্যে, আমরা যেন পবিত্রতায় পূর্ণ হয়ে এ জগতকে নবায়ন করতে পারি।(প্রণাম মারীয়া)
১০. হৃদয়ে এসো আত্মা তুমি দাও তোমার আলো , যেন সকলের মধ্যে ভালবাসার আলো জ্বালাতে পারি।(প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

চতুর্থ : কুমারী মারীয়ার গৌরবময় স্বর্গোন্নয়ন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. ওই শোন – আমার প্রিয়তম এবার কথা বলছে । বলছে সে, ওঠ, ওগো প্রেয়সী আমার , সুন্দরী আমার । এসো , চলে এসো। (প্রণাম মারীয়া)
২. এখন তো ফিরে গেছে শীত, ফুরিয়ে গেছে বর্ষার দিন। (প্রণাম মারীয়া)
৩. এবার আমাকে দেখাও তোমার মুখ , তোমার স্বর, আহা, কতটা মধুর কত কমনীয় ; তোমার ওই মুখ । (প্রণাম মারীয়া)
৪. তারপর হল কী : স্বর্গধামে ঈশ্বরের মন্দিরের দ্বার খুলে গেল এবং সেই মন্দিরের মধ্যে দেখা গেল তাঁর সন্ধি-মঞ্জুষাটি। সঙ্গে সঙ্গে ঝলসে উঠলো বিদ্যুতের শিখা, জেগে উঠলো গুরু-গুরু ধ্বনি, বজ্রের হুঙ্কার। থর-থর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত পৃথিবী। তার সেই সঙ্গে সে কী প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি। (প্রণাম মারীয়া)
৫. এবার স্বর্গে দেখা গেল এক মহা নির্দশন ; সূর্য বসনা এক নারী। (প্রণাম মারীয়া)
৬. চন্দ্র তাঁর পদতলে, তাঁর মাথায় বারটি তারার মুকুট। (প্রণাম মারীয়া)
৭. অন্তঃপুরে নৃপকন্যা সর্বাঙ্গ - শোভিতা ;সুবর্ণ খচিত তার অঙ্গের বসন। বর্ণময় বস্ত্রে সাজিয়ে ওই দেখ, আনা হচ্ছে তাঁকে রাজার সম্মুখে। (প্রণাম মারীয়া)
৮. ওগো কন্যা, পরাৎপর ঈশ্বরের আর্শীবাদ ধন্যা তুমি, এই পৃথিবীর সকল নারীর চেয়ে ধন্য তুমি। (প্রণাম মারীয়া)
৯. যারা ঈশ্বরের এই পরাক্রমের কথা স্মরনে রাখবে ; তারঁ ওপর তোমার আস্থার কথা তাদের মন থেকে মুছবে না কখনো। (প্রণাম মারীয়া)
১০. সত্যিই জেরুশালেমের মর্যাদা তুমি, ইস্রায়েলের মহাগৌরব তুমি, আমাদের জাতির মহাগর্ব তুমি। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)

পঞ্চম : কুমারী মারীয়ার গৌরবময় মুকুট ধারন

(প্রভুর প্রার্থনা)

১. কে এই নারী ; উষার মতোই যার আবির্ভাব, যে চন্দ্রের মত রূপময়ী , সূর্যেরই মতো দীপ্তময়ী। (প্রণাম মারীয়া)
২. উজ্বল মেঘের বুকে বিভাময় যেন মেঘ ধনু ; যেন বসন্তের গোলাপ। (প্রণাম মারীয়া)
৩. আমি যেন শরৎের ফুটে-ওঠা একটি গোলাপ। (প্রণাম মারীয়া)
৪. একটি মেঘস্তম্ভেই পাতা আমার সিংহাসন ; অনিঃ শেষ অস্তিত্ব নিয়ে থাকবো আমি চিরকাল। (প্রণাম মারীয়া)
৫. তোমরা, আমাকে পেতে চাও যারা, আমার কাছেই এসো ; যে ফসল-ফলাই আমি, তা থেকে নিয়ে খাও প্রাণ ভরে। (প্রণাম মারীয়া)
৬. দ্রাক্ষালতার মতো আমিও ফুটিয়েছি নব পল্লবের বাহার ; আমাকে পেয়ে মানুষের যে সম্পদ লাভ, মৌচাকের মধুর চেয়েও মধুময় সে সম্পদ। (প্রণাম মারীয়া)
৭. শোন বৎসেরা , এখন আমার কথা শোন তোমরা ; যারা আমার দেখানো পথে থাকে নিষ্ঠ হয়ে ধন্য ধন্য তারা , আমার সমস্ত শিক্ষা শোন তোমরা - হও প্রাজ্ঞজন। (প্রণাম মারীয়া)
৮. ধন্য তারা যারা আমার পথ অনুসরন করে, দিনের পর দিন যে আমার গৃহদ্বারে সজাগ হয়ে কাঁটায় প্রহর। (প্রণাম মারীয়া)
৯. যে পায় আমার সন্ধান , সে তো জীবনেরই সন্ধান পায়; সে তো ভগবানের অনুগ্রহ লাভে ধন্যই হয়। (প্রণাম মারীয়া)
১০. হে, দয়াময়ী মা, আমাদিগকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা কর এবং মৃত্যুকালে আমাদের সহায়। (প্রণাম মারীয়া)

(ত্রিত্বের জয়, হে প্রিয় যীশু...)